আলোচনা সভাস্থল:চুক নগর,ডুমুরিয়া,খুলনা ২২-০২-২০১৪

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে ৮টি প্রশ্নোত্তর

১. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ [সি.টি] কী?

এটাও এক ধরনের টাউনশিপ। তবে তা সাধারণ টাউনশিপের চেয়ে অধিকতর পরিকল্পিত হয়ে থাকে। যেখানে সুনির্দিষ্ট ছোট পরিমন্ডলে সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা তো থাকবেই– পাশাপাশি সেখানে একক ব্যবস্থাপনায় বসবাস-বিনোদন-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল সুবিধা থাকবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে- এটা হলো, একই সঙ্গে প্রায় ২০ হাজার মানুষের জন্য নিরাপত্তা সুবিধাসহ আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, মার্কেট, গ্রামীণশিল্প এবং স্থানীয় সরকারের পরিসেবাসহ সকল মৌলিক প্রয়োজনের এক সমন্বিত ব্যবস্থা।

২. বিশ্বের অন্যত্র কী সিটি বা কমপ্যাক্ট টাউনশিপের কোন অস্তিত্ব আছে?

আসলে যেসব সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণা– সেটা বিশেষত বাংলাদেশেরই একটি সমস্যা। বিশ্বের অন্য কোথাও এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রাম গড়ে উঠে নি বা উঠে না। এত কম জমির দেশে এভাবে কৃষিজমি ব্যবহার করে ইচ্ছেমত বাড়ি বানানোর সংস্কৃতি মোকাবেলার লক্ষ্যেই মূলত কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণা। তবে বিশ্বের অনেক দেশই শহরগুলোকে সিটির মতো করে গড়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে জার্মানির শহরগুলো আমাদের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে।

৩. বাংলাদেশের জন্য কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বা সিটি'র ধারণা জর"রি কেন?

বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৬ কোটি। এটা প্রায় ২ শতাংশ হারে বাড়ছে। প্রশ্ন হলো, অদূর ভবিষ্যতে– যখন লোকসংখ্যা ২০-৩০ কোটি হবে তখন তাদের থাকার জন্য বাড়তি জায়গা, তাদের খাবারের জন্য বাড়তি কৃষি শস্য, তাদের চলাচলের জন্য বাড়তি রাস্তা, তাদের জন্য বাড়তি কর্মসংস্থান, তাদের শিক্ষার জন্য বাড়তি বিনিয়োগ ইত্যাদির উপায় কী? এসব মানুষের একাংশ যেভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে– তাদের ধারণ করার মতো অবকাঠামো ও জায়গা কী শহরে রয়েছে? যেমন, ঢাকার কথাই ধরা যাক। ১৯৬১ সালে ঢাকায় লোক সংখ্যা ছিল ৫-৬ লাখ। ১৯৭৪ সালে লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ লাখ। ২০০১ সালে তা এক কোটি অতিক্রম করেছে। ধারণা করা হয় বর্তমানে ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। অপরিকল্পিত নগরায়নের বর্তমান ধারাকে সামাল দেয়ার জন্য ঢাকার কোন প্রস্তুতি আছে কি? সেটা আদৌ সম্ভব কি? ইতোমধ্যে বৈশ্বিক জরিপে আমরা দেখেছি, বসবাসের জন্য ঢাকা হলো সবচেয়ে বাজে শহর। ঢাকার বাইরের শহরগুলোতে কিংবা গ্রামে তর"ণদের জন্য লাখ লাখ কর্মসংস্থান প্রয়োজন হবে আসন্ন বছরগুলোতে। তার জন্য ভাবনা এখনি জর্রুরি। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০৫০ সালে আমাদের আরও অন্তত ৫ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে। নতুন এই অনিবার্য শ্রমশক্তির জন্য আমাদের কী পরিকল্পনা আছে? বস্তুত বাড়তি জনসংখ্যার ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য আগামী দিনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কেবল বাড়তি জনসংখ্যার বসতির ব্যবস্থা করলেই চলবে না– তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরো দেশের জন্য অন্তত ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধিও নিশ্চিত করতে হবে। এসব সমস্যার একটা প্যাকেজ সমাধান হলো কমপ্যাক্ট টাউনশিপ।

৪. সুনির্দিষ্টভাবে আগামী দশকগুলোত বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রজেকশন কীরূপ?

১৯৯১ সালে প্রণীত হিসেবে দেখা গিয়েছিল ২০৫১ সালে তখনকার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এক্ষেত্রে নানান ফ্যাক্টর কাজ করে। তাই বলা যায়, এই হিসাবে কম-বেশি নড়চড় হতে পারে। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি যেয়ে আমাদের লোকসংখ্যা হবে ২৪-২৫ কোটির মতো এবং এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বয়সের ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই হবে তর"ণ। যাদের জন্য আমাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কী মূলত বড় বড় শহরগুলোর জন্য?

বড় বড় শহরগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক। সেখানে চাপ কমানো এবং গ্রামকে ও কৃষিজমিকে রক্ষার জন্যই বর্তমানে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের বাস্তবায়ন দরকার। এটা আমরা দেখছি, বড় বড় শহরগুলো ইতোমধ্যে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তবে পরিকল্পিতভাবে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ করা গেলে একদিকে যেমন নতুন করে এভাবে শহরের বি"স্তৃতি থামানো যাবে– তেমনি বড় বড় শহরগুলোতে অভিবাসন কমে যাবে। এগুলোর উপর চাপ কমবে। তখন এগুলোকে বাসযোগ্য করার দিকে মনযোগ দেয়া যাবে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বড় বড় শহরগুলোতে মাইগ্রেশন নির"ৎসাহিত করবে। গ্রামীণ এলাকায় সর্বাধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা থাকলে মানুষের ঘিঞ্জি ও জনাকীর্ণ শহরমুখী হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

৬. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বা সিটি ধারণার সাথে খাদ্য নিরাপত্তার কোন সম্পর্ক আছে কি না?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কেবল খাদ্য নিরাপত্তাই নয়– প্রবৃদ্ধিরও সম্পর্ক আছে। আমরা জানি, বর্তমানে বাংলাদেশ জনবসতি গড়ার ভুল কৌশলের কারণে প্রতি বছর এক শতাংশ করে কৃষি জমি হারাচ্ছে। আবার জনসংখ্যা বাড়ছে ১.৫ থেকে ২ শতাংশ হারে। এই দ্বিবিধ অবস্থা খাদ্য নিরাপত্তাকে চরম ঝুঁকিতে ফেলেছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ব্যাপকভাবে কৃষিজমি বাঁচাবে। বাংলাদেশে এমুহূর্তে গ্রামে ১৩,৮১৭,০০০ খানা রয়েছে। প্রতিটি খানায় বসতবাড়ির পরিমাণ গড়ে .৭ একর। পুকুর রয়েছে ১,৯৪৯,০০০টি। যদি ৮০ ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীও সিটিতে আসতে সম্মত হয় তা হলে তার ফলে কী পরিমাণ ভূমি অবমুক্ত হবে? সম্ভবত কয়েক লাখ একর।

পাশাপাশি জনবসতির এই মডেল পলণ্টী এলাকায় জালের মতো বিস্তৃতি অপ্রয়োজনীয় রাস্তা-ঘাট অপসারণ করতে সাহায্য করবে। এই উভয় সুবিধার মধ্যদিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। যা সরাসরি বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কেবল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই নয়– এইরূপ টাউনশিপ ধারণা শস্য রফতানির পথও উন্মুক্ত করবে। বর্তমানে বাড়ি-ঘর এবং রাস্তা-ঘাট তৈরি করতে পুকুর-দিঘী ইত্যাদিও ভরাট করা হচ্ছে। এসব যদি বাঁচানো যায় তা হলে মাছের ক্ষেত্রেও সংকট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সেটাও খাদ্য নিরাপত্তার এক জর"রি অনুষঙ্গ। পাশাপাশি এগুলো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বড় মাপে অবদান রাখবে।

৭. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক অবদান রাখবে?

বহুভাবেই কর্মসংস্থান বাড়বে। বাংলাদেশ চালের বিপনন ও মূল্য ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে এখনি খোদ কৃষককে আরও উৎপাদনে প্রণোদিত করতে পারে। পাশাপাশি, এখন থেকে পরিকল্পিতভাবে কৃষি জমি রক্ষা করে এবং কৃষির আধুনিকায়ন করে বাড়তি ২০ মিলিয়ন মে.ট্র. অতিরিক্ত চাল পাওয়াও সম্ভব করে তুলতে পারে। কেবল এইরূপ বাড়তি কৃষি শস্য পরিবহণের জন্য যে বিপুল যানবাহন দরকার হবে এবং তার সাথে সম্পর্কিত যেসব পেশাজীবী দরকার হবে সেটাই কর্মসংস্থানের এক জোয়ার বইয়ে দেবে। পরিবহন খাতের এইরূপ গতিশীলতা সামাল দিতে এবং পরিবহন ব্যয় সংকুচিত রাখতে আমাদের নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ঘটাতে পারি আমরা। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ কেবল যে কৃষি খাতে বা নৌপথেই বাড়তি কর্মসংস্থানে সুযোগ তৈরি করবে তা নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া হবে বিভিন্ন ধরনের। অন্যভাবে বললে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে সেখানকার সিটির পরিকল্পনা করতে হবে। যেমন, বর্তমানে আমাদের বিশাল উপকূলীয় অঞ্চলকেও আমরা ধীরে ধীরে বসতি দিয়ে ভরে ফেলছি। অথচ সেখানে বসতির জন্য টাউনশিপ এবং বাকি জায়গাগুলোতে ইকোটুরিজ্যমের ব্যবস্থা করে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। ভ্রমণ পিয়াসী মানুষের জন্য অপরূপ সাগর ও বনভূমি রয়েছে সেখানে। অথচ এই জায়গা আমরা ভরে তুলছি একের পর এক বাড়ি বানিয়ে। একইভাবে সিরাজগঞ্জ-পাবনা অঞ্চলে সিটিগুলো হওয়া উচিত দুগ্ধ খামারের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে।

সিটি বা কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বাস্তবায়ন শুরু হলে এর কাজের প্রয়োজনেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। আগামী ৫০ বছর ধরে আমাদের তিন হাজার সিটির দরকার হবে। প্রতি বছর যদি আমরা ১৫০টা করেও তৈরি করতে পারি– তাহলেও এই পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে প্রয়োজন দুই দশক। প্রতিটি টাউনশিপ তৈরি করতে যদি অন্তত ৪ হাজার মানুষও দরকার হয় তা হলে ছয় লাখ মানুষ এই খাতেই প্রয়োজন। এসব কর্মসংস্থানের ইতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়বে অর্থনৈতিক অন্যান্য সকল খাতে।

উপরন্তু শুধু কর্মসংস্থান বাড়ালেই চলবে না– যাদের কাজ পাওয়ার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে তাদের জীবনমানও বাড়াতে হবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবারও পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা না করলে সেটা আমাদের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে না।

৮. সিটি বা কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ব্যবস্থা দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে কীরূপ পরিবর্তন ঘটাবে?

বাংলাদেশে শহর ও গ্রাম দু' জায়গাতেই দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি রয়েছে এখন। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গ্রামে কৃষি, মৎস ও ডেইরি খাতে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জন্ম দেবে তার ফলে সেখানে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ার মধ্যদিয়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটবে। কারণ সরাসরি মজুরি বেড়ে যাবে তাতে। এটা ঢাকামুখী অভিভাসনের বর্তমান ধারাও কমাবে। ফলে শহরেও কর্মসংস্থানজনিত প্রতিযোগিতা কমবে– এবং তা মজুরি বাড়িয়ে তুলবে। এটা অবদান রাখবে শহুরে দারিদ্র্য লাগবে। বর্তমানে শহরে যেভাবে শত শত বস্তি তৈরি হচ্ছে– সেটা শহুরে দারিদ্র্যেরই একটা স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। এই বস্তিবাসীদের মজুরি বাড়লে বস্তিরও আর অস্তিত্ব থাকবে না।